হুকমু আল আযীর বিল জাহল

(মুশরিকদের অজ্ঞতার উযরদাতার বিধান)

শাইখ আবু বিলাল আল হারবী تَقَبَّلَهُ اللّٰهُ

অনুবাদ ও পরিবেশনায়:

The Muwahhidin

بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الا نبياء والمرسلين وبعد

অজ্ঞতার উযর দাতার মাসআলা সম্পর্কে বিধানের (হুকুম আল আযীর বিল জাহল) বিষয়টি আজকাল মুসলিমদের মধ্যে একটি ব্যাপক বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ একে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারক মাপকাঠি বানিয়েছেন। এই বিতর্কটি আহলুত তাওহীদ বা তাওহীদের অনুসারীদের অনেক ক্ষতি করেছে, কাউকে কাউকে তো কাফির বলে ঘোষণা করা হয়েছে প্রবৃত্তির অনুসারী বিদআতীদের মতের সাথে দ্বিমত করার জন্য ।জিহাদের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়ার পর, আমি এই মাসআলায় আল্লহর ﷻ কাছে নির্দেশনা চেয়েছিলাম এবং আমাকে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির দিকে পরিচালিত করা হয়েছিল যা আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। আমি ধারণ

করতে পারি এমন কোনো পূর্বের মতামত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করছি।

ইমাম আল-আল্লামাহ ইবনুল ক্বইয়্যিম رَحِمَهُ اَللّٰهُ বলেনঃ

وَلِأَهْلِ الْجِهَادِ فِي هَذَا مِنَ الْهِدَايَةِ وَالْكَشْفِ مَا لَيْسَ لِأَهْلِ الْمُجَاهَدَةِ، وَلِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ فَانْظُرُوا مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الثَّغْرِ، يَعْنِي أَهْلَ الْجِهَادِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ} وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ] {العنكبوت: ٦٩]

•*আহলুল মুজাহাদাহ (চেষ্টা সংগ্রাম সাধনা কারী) থেকে মুজাহিদিনদের অধিক হিদায়াত ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। একারণে ইমাম আল-আওযায়ী ও ইমাম ইবনুল মুবারক বলেনঃ*

লোকেরা যদি কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে, তাহলে দেখো মুজাহিদিন/আহলুছ ছূগুর গণ কোন মতের উপর আছেন, কেননা হক্ব/সত্য তাদের সাথেই আছে। যেমনটা

আল্লহ ﷻ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

যারা আমার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করবো।

📕 মাদারিজুস সালিকিন ১/৫০৬

আমি আল্লহর ﷻ কাছে দূআ করি যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ভূমিকাঃ এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল যে ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে অন্য কে/মুশরিকদের উযর দেয় তার উপর হুকুম, যারা বড় শিরক (শিরক আল আকবার) করে তাদের উপর নয়। যে ব্যক্তি শিরক করে সে একজন মুশরিক, চাই সে আলিম হোক বা জাহিল হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক। আমাদের উদ্বেগ তাদের বিষয়ে সীমাবদ্ধ যারা শিরকের মধ্যে পতিত ব্যক্তিদের উযর দেয় এবং তাদেরকে এখনও আহলুল ইসলামের

অন্তর্ভুক্ত অংশ বলে বিবেচনা করে।

আল্লহর ﷻ সাহায্য কামনা করে বলছিঃ নাজদী দাওয়াহর ইমামদের দুটি অবস্থান রয়েছে যারা মুশরিকদের অজ্ঞতার জন্য উযর দেয় তাদের সম্পর্কে। একটি অবস্থান হলো, যে ব্যক্তি মুশরিকদের অজ্ঞতা জন্য উযর দেয় সে সাথে সাথে কাফির হয়ে যায়, তার কাছে বিষয়টি স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন ছাড়াই। অন্য অবস্থানে বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের উযর প্রদানকারী ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণা করা হবে না যতক্ষণ না তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জাহ/প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্পষ্টীকরণ ছাড়াই উযরদাতাকে কাফির ঘোষণা করার প্রমাণঃ

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেনঃ

«وما أحسن ما قاله واحد من البوادي، لما قدم علينا

وسمع شيئاً من الإسلام، قال: أشهد أننا كفار - يعني هو وجميع البوادي -، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاماً أنه كافر».

•একজন বেদুঈনের বক্তব্য কতইনা চমৎকার ছিলো, যে আমাদের কাছে এসে ইসলামের কিছু কথা শুনলো, অতঃপর বললঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা কাফির (কেননা তারা এতদিন মুশরিক ছিল), আর যে আমাদেরকে মুসলিম বলে সেও একজন কাফির।•

📕 *দুরারুস সানিয়্যাহ ৮/১১৬*

শাইখ আবদুল্লাহ, শাইখ ইব্রাহিম (ইমাম আবদুল লাতিফের ছেলেরা) এবং ইমাম সুলাইমান ইবনু সাহমান رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ ***বলেছেনঃ***

«لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذكروا نحواً مما تقدم من كلام

الشيخ عبد اللطيف، ثم قالوا: وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان«

•যে ব্যক্তি জাহমিয়্যাহ ও কুবুরীদের কাফির বলে ঘোষণা করে না বা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে না, তবে তার ইমামতি বৈধ নয়। এ বিষয়টি ত্বলিবুল ইলম ও আছারের অনুসারীদের জন্য সবচেয়ে পরিষ্কার বিষয়। একইভাবে, যে ব্যক্তি কুবুরীয়্যুন (কবর পূজারী) দের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে তার নিকট ঈমানের ঘ্রাণও নেই।•

📕 *দুরারুস সানিয়্যাহ ৪/৪০৯*

নাজদের অন্যান্য ইমামগণ বলেছেনঃ

»فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية، وعباد القبور ، كأهل مكة وغيرهم، ممن عبد الصالحين، وعدل عن توحيد الله إلى الشرك، وبدّل سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبدع، فهو كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم،

ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين ; فإن الذي لا يكفر المشركين، غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم».

•*সুতরাং যে ব্যক্তি তুর্কি সালতানাতের (অর্থাৎ উসমানি সাম্রাজ্য) মুশরিকদের, কবর পূজারীদের, যেমন মক্কাবাসী এবং অন্যান্য যারা নেককার ব্যক্তিদের ইবাদাত করে, যারা তাওহীদ কে শিরক দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছে, তাদের তাকফীর করে না তাহলে ওই ব্যক্তি তাদের মতই 'কাফির'। এমনকি যদি সে তাদের দ্বীনকে ঘৃণা করে, তাদের ঘৃণা করে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ভালবাসে (তাও কাফির)। কেননা যে ব্যক্তি মুশরিকদের তাকফীর করে না, সে কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে, কুরআন মুশরিকদের তাকফীর করেছে এবং তাদের উপর তাকফীর করা, তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে!*•

📕 *দুরারুস সানিয়্যাহ ২/২৯১*

নাজদী দাওয়াহর উলামা দের এই বিবৃতিগুলো স্পষ্টভাবে তাদের উপর কোনোরূপ স্পষ্টীকরণ ছাড়াই প্রত্যক্ষ কুফরীর প্রতি ইঙ্গিত করে যারা মুশরিকদের জন্য উযর দেয়।

ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণ ব্যতীত উযরদাতাকে তাকফীর না করার প্রমাণঃ

যাইহোক, এই একই আলিমদের কাছ থেকে এমন বিবৃতিও রয়েছে যা পরামর্শ দেয় যে তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত উযরদাতাকে কাফির ঘোষণা করা হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ তার ভাইদের একটি চিঠিতে বলেছেনঃ

إلى الإخوان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: ما ذكرتم من قول الشيخ كل من جحد كذا وكذا، وقامت عليه الحجة؛ وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم، هل قامت عليهم الحجة؛ فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا ؟!

•আমার ভাইদের প্রতি, আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতূহ।

আপনারা শাইখের বক্তব্য সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অমুক-অমুক বিষয় অস্বীকার করে এবং আপনারা কীভাবে সন্দেহ পোষণ করেন যে, এই ত্বওয়াগীত এবং তাদের অনুসারীরা, তাদের বিরুদ্ধে (আমাদের) হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– এটা অদ্ভুত! আমি বারবার যখন আপনার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছি তখন আপনারা কীভাবে এই বিষয়ে সন্দেহ করতে পারেন?•

📕 *ফাতাওয়া আল আইম্মাহ আন-নাজদিয়্যাহ ৩/৭০*

শাইখ তার ছাত্রদের/ভাইদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করেননি, যদিও তারা ত্বওয়াগীতের কুফরী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিল।

ইমাম সুলাইমান ইবনু আবদিল্লাহ আন-নাজদী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ *বলেছেনঃ*

وأما قول السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم، ما حكمه؟

فالجواب: «لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكاً في كفرهم أو جاهلا ً به، أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم، ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم، أو يقول: غيرهم كفار، لا أقول إنهم كفار; فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلا ً بكفرهم، بينت له الأدلة من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد، فإنه كافر بإجماع العلماء: على أن من شك في كفر الكافر، فهو كافر.»

•যে ব্যক্তি তাদের কাফির ঘোষণা করতে বা তাদের অভিশাপ দিতে অক্ষম এমন ব্যক্তির সম্পর্কে প্রশ্ন– এই ব্যক্তি হয় তাদের কুফর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, সে সম্পর্কে অজ্ঞ, অথবা তাদের কুফর স্বীকার করে কিন্তু তাদের মুখোমুখি হতে বা তাদের কুফরীর কথা উচ্চারণ করতে পারে না। যদি তারা তাদের কুফরী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে বা অজ্ঞ হয় তবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ পেশ করতে হবে। এরপরও যদি তারা সন্দেহ বা দ্বিধায় ভুগতে থাকে তবে তারা আলেমদের ঐক্যমতে কাফির, আর তা হলো যে ব্যক্তি কাফিরের কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ করে সে কাফির।•

📕 *দুরারুস সানিয়্যাহ ৮/১৬০*

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল লাতিফ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেনঃ

«من خصص بعض المواضع بعبادة، أو اعتقد أن من

وقف عندها سقط عنه الحج، كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام؛ ومن شك في كفره، فلا بد من إقامة الحجة عليه، فإذا أقيمت الحجة عليه، وأصر فلا شك في كفره».

•যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানের জন্য উপাসনা উৎসর্গ করে বা বিশ্বাস করে যে নির্দিষ্ট স্থান পরিদর্শন করা হাজ্জের বাধ্যবাধকতাকে প্রতিস্থাপন করে দেয়– তবে তার কুফরী অকাট্য সন্দেহাতীত এমন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট যার নিকট ঈমানের ঘ্রান আছে। যে ব্যক্তি তার কুফরী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রমাণ পেশ করার পরও যদি সে অবিশ্বাস করে তবে তার কুফরীতে কোন সন্দেহ নেই।•

📕 *১০/৪৪৩*

ইমাম সুলাইমান ইবনু সাহমান رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ কবরপূজারী ও

জাহমিয়্যাহ দের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে আরো বলেনঃ

»ومن والاهم وجادل عنهم بعدما تبين له الحق، واتضح له كلام العلماء في تكفيرهم، وتحققوا أنه قد بلغتهم الحجة، وقامت عليهم بإنكار أهل الإسلام عليهم، وإن لم يفهموا الحجة، ثم كابر وعاند فإن كان عن تأويل فلا أدري ما حاله, ووعيده أشد وعيد إن كان غير ذلك،«...

•*যে ব্যক্তি তাদের সমর্থন করে এবং তাদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে সত্য তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও এবং তাদের উপর তাকফীর সম্পর্কে আলিমদের কথা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং সে বুঝতে পেরেছে যে তাদের কাছে হুজ্জাহ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং মুসলিমদের প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যদি সে হুজ্জাহ বুঝতে না পারে, তারপর সে জেদ*

করে এবং একগুঁয়ে থাকে, তাহলে আমি জানি না তার অবস্থা কি, তবে তারা কঠোর হুমকির সম্মুখীন আছে এবং এরকম অন্য কিছু....।'

📕 কাশফুশ শুবুহাতাইন : পৃষ্ঠা-৩৪

এই দুই মতের সমন্বয়ঃ

পূর্ব থেকে, আমরা লক্ষ্য করি যে নাজদী দাওয়াহর উলামাদের উভয় ক্ষেত্রেই স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যা অজ্ঞতার উযরদাতার উপর আবশ্যিক তাকফীর কে সমর্থন করে আবার সেই সাথে তাদের তাকফীর করার আগে তাদের উপর হুজ্জাহ প্রয়োজন এমন বক্তব্যও আছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি করা উচিত?

আমরা কি তাদের বক্তব্য থেকে মনমতো বেছে বেছে গ্রহণ করবো?

নাকি তাদের বক্তব্য গুলো কে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়

করানো উচিত?

এই পন্থাগুলির কোনটিই সঠিক নয়। সঠিক পন্থা হল তাদের বক্তব্য গুলো কে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে তাদের কুফরীর সাধারণ ঘোষণাগুলো কে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে সমন্বয় করা, যেহেতু অন্তর্নিহিত কারণটি একই।

সুতরাং, তাওহীদকে বাতিল করে এমন কিছুতে পতিত হওয়াকে সর্বজনীনভাবে কুফরী বলা হয়। স্পষ্টীকরণের আগে বা পরে কাউকে কাফির ঘোষণা করা হবে কিনা তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখেছি যে, নাজদী দাওয়াহর ইমামদের মতে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হল যে, উযরদাতাকে কেবল হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই কাফির ঘোষণা করা হয়।

অজ্ঞতার কারণে উযরদাতার হুকুম কি স্পষ্ট বিষয় (মাসায়িল আয-যুহিরহ) নাকি অস্পষ্ট বিষয় (মাসায়িল

আল খফিয়্যাহ)?

স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য সময়, স্থান এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়।

ইমাম ইবনু মাজাহ رَحِمَهُ ٱللّٰهُ হুযাইফাহ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লহ ﷺ বলেনঃ

يَدْرُسُ الإِ ِسْلا َمُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْىُ الثَّوْبِ حَتّٰى لا َ يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلا َ صَلا َةٌ وَلا َ نُسُكٌ وَلا َ صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلا َ يَبْقَى فِي الأَ َرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لا َ إِلَهَ إِلا ّ اللّٰهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا .

•ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, রোযা কি নামায কি, কুরবানী কি, যাকাত

কি? এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লহর ﷻ কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলিমদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে ”লা ইলাহা ইল্লাল্লহ” (আল্লহ ﷻ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নাই)-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি।

বর্ণনা শেষে হুযাইফাহ* رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ *বলেনঃ

تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ

এই কালিমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে।৯

📕 *সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস নং-৪০৪৯, সহীহ*

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ* رَحِمَهُ ٱللّٰهُ *এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেনঃ

«فَلَمَّا طَالَ الزَّمَانُ خَفِيَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ مَا كَانَ ظَاهِرًا لَهُمْ وَدَقَّ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ مَا كَانَ جَلِيًّا لَهُمْ

فَكَثُرَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مُخَالَفَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَذَا فِي السَّلَفِ .وَإِنْ كَانُوا مَعَ هَذَا مُجْتَهِدِينَ مَعْذُورِينَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ وَيُثِيبُهُمْ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ».

•সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে অনেকের কাছে যা স্পষ্ট ছিল তা অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং যা একসময় সহজ ছিল তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা যত বেশি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা করে সালাফদের মধ্যে এরকম টা ছিলো না। এবং যদি তারা মুজতাহিদ হয় তবে তারা মাযুর এবং আল্লহ ﷻ তাদের ভুলের জন্য তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইজতিহাদের জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন।•

📕 মাজমুউল ফাতাওয়া ১৩/৬৫

মাসায়িল আয-য্বহিরহ/সুস্পষ্ট বিষয় হলো যা সাধারণ মুসলিম এবং মুসলিমদের মধ্যে অভিজাত অংশ (যেমন আলিম, ত্বলিবুল ইলম) উভয়ের কাছে পরিচিত, আর

মাসায়িল আল খফিয়্যাহ/অস্পষ্ট বিষয় হলো সাধারণ মুসলিমদের কাছে অজানা এবং অভিজাতদের (আলিম, ত্বলিবুল ইলম প্রমূখের) মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহলে, তাকফীর আল আযীর বিল জাহল বা যে ব্যক্তি শিরকে পতিত ব্যক্তি কে অজ্ঞতার উযর দেয় তাকে কাফির ঘোষণা করা কি সাধারণ মুসলিমদের কাছে পরিচিত, নাকি খাস লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ?

এই মাসআলাটি তাহকিক করার পরে, আমরা দেখতে পাই যে শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক খাস ব্যক্তিই এটি সম্পর্কে সচেতন। তাহলে, আমরা কীভাবে এটিকে একটি মাসায়িল আয-যুহিরহ/পরিষ্কার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করতে পারি, যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণ-এমনকি আলিমদের অনেকেই-এটি সম্পর্কে অবগত নয়? প্রকৃতপক্ষে, আমরা কীভাবে মুসলিমদের কে এমন একটি বিষয়ে কাফির

ঘোষণা করতে পারি যে বিষয়ে তাদের আলিমরাও জানেন না? অধিকন্তু, যারা এই বিষয়ে আলোচনা করেন তাদের অধিকাংশই মুরজিয়াদের মতই অবস্থান পোষণ করেন। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে, এ বিষয়টি মুসলিমদের কাছে অস্পষ্ট এবং এটি অসংখ্য সন্দেহে ঘেরা।

অতএব, কেউ কীভাবে দাবি করতে পারে যে এটি একটি পরিষ্কার/সুস্পষ্ট বিষয় (মাসায়িল আয-য্বহিরহ)?

অনস্বীকার্য সত্য যে এটি একটি অস্পষ্ট বিষয় (মাসায়িল আল খফিয়্যাহ), সন্দেহে ঘেরা। আমাদের অবশ্যই আসলি কাফিরদের (যেমন ইয়াহুদী, খ্রিস্টান এবং অন্যান্যদের) জন্য অজ্ঞতাকে উযরদাতার বিধানের সাথে (পার্থক্য করতে হবে), যারা কুরআন ও সুন্নাহকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করার কারণে মুরতাদ বলে বিবেচিত হয় (এটি একটি স্পষ্ট বিষয় যা তাদের কাছে পরিচিত, সাধারণ মুসলিম এবং খাস

ব্যক্তিবর্গ উভয়ই) এবং একজন মুসলিম হিসাবে পরিচয় থাকা সত্ত্বেও যে বড় শিরকের মধ্যে পড়ে তার জন্য অজ্ঞতার উযরদাতা, এই উভয় উযরদাতার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। এই ধরনের ব্যক্তি স্পষ্টভাবে কুরআন বা সুন্নাহকে অস্বীকার করে না, তবে জাহমি মুরজি আক্বীদাহর প্রভাব বা অন্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে বিভ্রান্ত হতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণা করা হবে না যতক্ষণ না হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের সন্দেহ দূর হয়।

এর প্রমাণ হলো ইজমা যা ইমাম সুলাইমান ইবনু সাহমান رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ উল্লেখ করেছেন, যা ইঙ্গিত করে যে, সন্দেহের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার উযরদাতাকে কাফির ঘোষণা করা হয় না। একইভাবে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ ও ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন যে মুরজিয়াদের কাফির ঘোষণা করা হয় না।

এটা পরিষ্কার যে, আমার জানামতে মুরজিয়ারা অজ্ঞতার উযরদাতাকে কাফির বলে ঘোষণা করে না এবং আল্লহই ﷻ ভালো জানেন।

উপসংহার:

১. অজ্ঞতার উযরদাতাকে তাকফীর করা একটি অস্পষ্ট বিষয় (মাসায়িল আল খফিয়্যাহ) যা অসংখ্য সন্দেহ দ্বারা ঘেরা।

২. যে ব্যক্তি শিরকের মধ্যে পতিত হয় এমন ব্যক্তিকে উযর দেয় এবং তারপরও তাকে মুসলিম বলে আখ্যায়িত করে তাকে কাফির ঘোষণা করা হবে না যতক্ষণ না হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সন্দেহ দূর না হয়।

৩. যে ব্যক্তি আসলি কাফিরদের (যেমন ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টানদের) উযর দেয় তাকে কাফির বলে গণ্য করা হয়

এবং এজন্য হুজ্জাহর প্রয়োজন হয় না।

৪. যে ব্যক্তি আসলি কাফিরদের উযর দেয় সে কাফির এবং তার উপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করার দরকার নেই। বিষয় হলো, উযরদাতার কুফরের মধ্যে পতিত হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত এবং এটি এক প্রকার কুফর, কিন্তু যদি এটি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করা হয় তবে তার উপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করা এবং সন্দেহ দূর করা প্রয়োজন, যেমন আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এটি একটি অত্যন্ত অস্পষ্ট বিষয় (মাসায়িল আল খফিয়্যাহ) যাতে অনেক সন্দেহ রয়েছে।

والله الهدي الى سواء السبيل...